Dhaka Apparel Summit-2017 উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকা, শনিবার, ১৩ ফাল্গুন ১৪২৩, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

ILO Deputy Director General Mr. Gilbert Houngbo,

তৈরি পোশাক ও বস্ত্র শিল্প মালিকগণ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম and a very Good Morning to you all.

BGMEA-এর উদ্যোগে দ্বিতীয়বারের মত আয়োজিত Dhaka Apparel Summit- 2017-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি।

ভাষা আন্দোলনের এই মহান মাসে আমি স্মরণ করছি অকুতোভয় বীর ভাষা শহিদদের। গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।

এ বছর বিজিএমইএ 'Together for a better tomorrow' প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজন করেছে Dhaka Apparel Summit-2017। এজন্য আমি বিজিএমইএ-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অর্থনৈতিকভাবে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতির পিতার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা রূপকল্প ২০২১ ঘোষণা করেছি।

এই রূপকল্প অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নীচে নামিয়ে আনা হবে এবং বাংলাদেশ হবে মধ্যম আয়ের দেশ। আর এটি বাস্তবায়ন করতে হলে প্রয়োজন দেশে ব্যাপক শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

সুধিমন্ডলী,

পোশাকশিল্প আজ নিঃসন্দেহে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি। আমাদের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০ শতাংশই আসে এই খাত থেকে। প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে এ খাতে। যার মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশই নারী। পরোক্ষভাবে প্রায় চার কোটিরও বেশি মানুষ এ শিল্পের উপর নির্ভরশীল।

পোশাকশিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ, বিশেষ করে এর আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে বিজিএমইএ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। পাশাপাশি আমার সরকারও প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা এবং প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে।

দীর্ঘদিনের দাবী অনুযায়ী আমরা বিজিএমই'কে C.O ইস্যু করার ক্ষমতা প্রদান করেছি। পোশাকশিল্পের স্বার্থে BGMEA University of Fashion and Technology স্থাপনের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য পোশাকশিল্প সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা কমিটিও গঠন করে দিয়েছি।

২০১৪ সালে তৃতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করার পর থেকে পোশাকশিল্পের স্বার্থে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এ শিল্পে অগ্রিম আয়কর ১.৫০ শতাংশ থেকে কমিয়ে দশমিক সাত শূন্য শতাংশ করা হয়েছে। তৈরি পোশাকশিল্পে কর্পোরেট করের হার ৩৫% থেকে কমিয়ে ২০% করেছি। নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির জন্য রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্পে প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং-এর কাঁচামাল ও অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রপাতির আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে।

বিএনপি-জামাত জোটের সন্ত্রাস এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সাময়িকভাবে সকল পোশাক রপ্তানিতে ০.২৫% হারে বিশেষ প্রণোদনা দিয়েছি। পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫ হাজার ৩শ টাকা করেছি।

মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নে আমরা ব্যাপক পদক্ষেপ নিয়েছি। শ্রমিক-মালিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, শ্রমিকদের আইনগত অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং শ্রম কল্যাণে বহুবিধ কর্মসূচি যেমন-শ্রমকল্যাণ ফাউন্ডেশন এবং রপ্তানিমুখী শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য কল্যাণ তহবিল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছি।

কল-কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করেছি। নূন্যতম মজুরি কমিশন শক্তিশালী করা, রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান, শ্রম আইন সংশোধন এবং শ্রম বিধিমালা জারির মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পোশাকশিল্পসহ শিল্প এলাকায় নিরাপত্তা প্রদানের জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ গঠন করা হয়েছে।

পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা যাতে ২ শতাংশ সুদে ঋণ নিয়ে শ্রমিকদের জন্য নিজস্ব জমিতে ডরমিটরি স্থাপন করতে পারেন, সে ব্যবস্থাও করে দিয়েছি।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে 'রোল মডেল'। গত বছর ৭.১ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। রপ্তানি আয় ৩৪.২৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে।

গত ৮ বছরে ৫ কোটিরও বেশি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উঠে এসেছে। বর্তমানে মাথাপিছু আয় ১,৪৬৬ ডলার। মেট্রোরেল ও বিআরটি প্রকল্পের কাজ চলছে। জয়দেবপুর- ময়মনসিংহ ও ঢাকা- চট্টগ্রাম মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। ২০১৮ সালে পদ্মা সেতুতে যানবাহন চলবে।

সুধী,

রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর নিরাপদ, ঝুঁকিমুক্ত ও কমপ্লায়েন্ট কারখানা গড়ে তোলাই পোশাকশিল্পে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছিল।

আমরা সকলের সহযোগিতায় সে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছি। বিজিএমইএ, সরকার, দেশিয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, উন্নয়ন সহযোগী- সবাই মিলে একটি নিরাপদ ও টেকসই শিল্প গড়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশ পোশাকশিল্প বিশ্বে আজ রোল মডেল।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে পোশাকশিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যদিও বিশ্বের পোশাক বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এখাতে বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব মাত্র ৫.১%।

বিশ্ব বাজারে আমাদের পণ্যসামগ্রির চাহিদা কীভাবে বাড়ানো যায়, সে ব্যাপারে আমাদের কাজ করতে হবে। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এজন্য আপনাদের সহযোগিতা চাই।

পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তাগণ,

আপনারা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমার সরকার প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। ইতোমধ্যেই আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১৫ হাজার ৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি। ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। গ্যাসের সঙ্কট মোকাবিলার জন্য এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সারাদেশে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। ঢাকায় ও চট্টগ্রামে ২টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বিজিএমইএ'কে দেওয়া হবে। ৪-লেন বিশিষ্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ককে ৬-লেনে উন্নীত করার বিষয়টি আমাদের পরিকল্পনায় রয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

পোশাকশিল্পকে নিরাপদ করার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেশকিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়। গৃহীত উদ্যোগের আওতায় ইতোমধ্যে ৩ হাজার ৮৬৯টি কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে।

এগুলোর মধ্যে মাত্র ৩৯টি কারখানায় ত্রুটি পাওয়া গেছে এবং সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট কারখানাগুলোতে নিরাপত্তা উন্নয়নে সংস্কার কার্যক্রম চলছে।

সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ব্রান্ড ও ক্রেতাগণ সহায়তা করতে পারেন। সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

আমাদের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করতে হলে পণ্যের বৈচিত্র এবং পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ করতে হবে। একইসঙ্গে বর্তমান পণ্যসামগ্রিতে অধিক মূল্য সংযোজন করতে হবে। আমাদের রপ্তানি পণ্যের তালিকা খুব দীর্ঘ নয়, অনেকটা পোশাকশিল্প-নির্ভর। আবার আমাদের রপ্তানি মূলতঃ উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশ-নির্ভর। রপ্তানির ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতি ভালো না। আমাদের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের তালিকা বৃদ্ধির অনেক সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি আমাদের নতুন নতুন দেশে রপ্তানির সুযোগ তৈরি করতে হবে। এ ব্যাপারে আমি রপ্তানিকারকদের আরও মনোযোগী হওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনারা এগিয়ে আসুন, সরকার সব ধরণের সহায়তা দিবে।

আমি জেনেছি, ঢাকা এ্যাপারেল সামিট-২০১৭ চলাকালে বেশ কিছু অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে। আমি আশা করি, এসব অধিবেশন থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো একটি উন্নততর বাংলাদেশ গড়ার পথে আমাদের আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমি ঢাকা এ্যাপারেল সামিট-২০১৭-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

বিজিএমইএ'র সকল সদস্যসহ এ শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত শ্রমিক, ক্রেতা এবং অন্যান্য সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি ঢাকা এ্যাপারেল সামিট-২০১৭-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...